রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২১, ২০১৬

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ বেতার

সদর দপ্তর

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৫(৯)/সংস্থাপন-১/বেতার/২০১৫-৮৩০—বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৩-১২-২০১৫ তারিখের ৮০.১০২.০১২.০০.০০.০৯.২০১৪-৩৬৭ নম্বর পত্রের সুপারিশক্রমে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩-১২-২০১৫ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২১.১২.০০৬.১৫.৫১৭ নম্বর পত্রের আলোকে বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ আবদুল মতিন ভূঞাকে প্রশাসনিক অফিসার (প্রধান কার্যালয়)(২য় শ্রেণি) শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	যে পদে এবং বেতন স্কেলে পদোন্নতি প্রদান করা হলো
(১)	জনাব মোঃ আবদুল মতিন ভূঞা তত্ত্বাবধায়ক বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা	প্রশাসনিক অফিসার (২য় শ্রেণি) ৮০০০—১৬৫৪০ (জাঃবেঃস্কেল-২০০৯) ১৬,০০০—৩৮৬৪০ (জাঃবেঃস্কেল-২০১৫)

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/১২-২০১৫/৩৪৬৪—নিম্নবর্ণিত মেডিকেল অফিসার-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

ডাঃ আবু সাঈদ মাহমুদ (সিভ ৭০০৪১৬২৬৭৩), মেডিকেল অফিসার, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজশাহী—মেডিকেল অফিসার, জেলা পুলিশ হাসপাতাল, রংপুর।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২১ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/১৬-২০১৪(ইন্স)/৩৫০২—নিম্নবর্ণিত শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শকগণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

(১) জনাব বরীন্দ্রনাথ মন্ডল (বিপি ৭৪৯৯০১১০৯৭), শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—র‍্যাব।

(২) জনাব মোঃ আবু রায়হান সিদ্দিক (বিপি ৭৫৯৯০১১১৩৩), শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—র‍্যাব।

(৩) জনাব জামাল হোসেন মীর (বিপি ৭৪৯৯০১০৭৮৪), শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—র‍্যাব।

(৪) জনাব মহারঞ্জন চাকমা (বিপি ৭৩৯৯০৪২৯৪৮), শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—র‍্যাব।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকগণ বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০১-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০২-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/১৯-২০০৮(অংশ-১)(ইন্স)/৩৪৮৬—পুলিশ টেলিকম এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, রাজারবাগ, ঢাকায় কর্মরত নিম্নবর্ণিত টেলিকম টেকনিশিয়ান (এসআই) দ্বয়কে সহকারী টেলিকম অফিসার (পুলিশ পরিদর্শক) পদে পদোন্নতিসহ জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত স্থানে পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদবী, নাম, আইডি নম্বর ও বর্তমান কর্মস্থল	সহকারী টেলিকম অফিসার (পুলিশ পরিদর্শক) পদে পদোন্নতিসহ পদায়নকৃত ইউনিট
(১)	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম (বিপি ৮৩০৭১১৫৮৮৪), টেলিকম টেকনিশিয়ান (এসআই)(অপারেশন), টিএন্ডআইএম, ঢাকা।	পুলিশ টেলিকম এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, রাজারবাগ, ঢাকা।
(২)	জনাব মোঃ শামীউল আলম (বিপি ৮২০৭১১৯৭৭৮), টেলিকম টেকনিশিয়ান (এসআই)(অপারেশন), টিএন্ডআইএম, ঢাকা।	পুলিশ টেলিকম এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, রাজারবাগ, ঢাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ, কে, এম শহীদুল হক, বিপিএম, পিপিএম
ইন্সপেক্টর জেনারেল।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/৫-২০১৫(অংশ-১)(ইন্স)/৩৪৪৭—পিবিআই, ঢাকায় কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (বিপি ৭১৯৫০৩১৭৩৫)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে কেএমপি, খুলনায় বদলী করা হলো।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ২৫-১২-২০১৫ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২৬-১২-২০১৫ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

তারিখ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/৫-২০১৫(অংশ-১)(ইন্স)/৩৪৮২—ঝিনাইদহ জেলায় কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব সৈয়দ আল মামুন (বিপি ৭৭০২০০৬২৩১)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে রাজশাহী রেঞ্জে বদলী করা হলো।

এ আদেশ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর কার্যকরী হবে।

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/২-২০১৫(ইন্স)/৩৫১৪—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

(১) জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন মিয়া (বিপি ৬৫৯৩০৩৫৮৪৯), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, পিবিআই, ঢাকা—বরিশাল রেঞ্জ।

(২) জনাব সৈয়দ সাজেদুর রহমান (বিপি ৬৮৯৩০৯৪৮৯৩), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, ঢাকা—সিলেট রেঞ্জ।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০৩-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০৪-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/৬-২০১৫(অংশ)(ইন্স)/৩৫১৫—বিএমপি, বরিশালে কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব কামরুন নাহার (বিপি ৭৬০৪০৮০২৮৬)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে সিআইডি, ঢাকায় বদলী করা হলো।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০৪-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০৫-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/২-২০১৪(অংশ)(ইন্স)/৩৫১৭—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

(১) জনাব মোঃ মাশরেকুল আনোয়ার (বিপি ৬৭৯১০৪৮৭৮৬), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, এসএমপি, সিলেট—সিআইডি, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পাশা (বিপি ৬৫৯২০৭৭৪৪৭), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা—সিআইডি, ঢাকা।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০৩-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০৪-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/৫-২০১৫(অংশ-১)(ইন্স)/৩৫১৮—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

(১) জনাব মুহাম্মদ আলমগীর সরকার (বিপি ৮১০৬১২৩০০২), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—এসবি, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম (বিপি ৭৯০৬১১১০২৬), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ডিএমপি, ঢাকা—বরিশাল রেঞ্জ।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০৩-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০৪-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/৬-২০১৩(অংশ)(ইন্স)/৩৫১৯—জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর UNMISS (UNPOL) দক্ষিণ সুদান মিশন শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকৃত এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় রিপোর্টকৃত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো:

জনাব মোঃ মিরাজুর রহমান পাটওয়ারী (বিপি ৮২০৭১১৫৮৭২), সহকারী টেলিকম অফিসার (পুলিশ পরিদর্শক), টিএন্ডআইএম, ঢাকা (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন, দক্ষিণ সুদান হতে প্রত্যাগত এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রিপোর্টকৃত)—টিএন্ডআইএম, ঢাকা (সংযুক্ত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা)।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং জিএ/৬-২০১৫(অংশ)(ইন্স)/৩৫৭১—বিএমপি, বরিশালে কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব শাহানা জমির (বিপি ৮০০৪১০৪৪৮৪)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে সিআইডি, ঢাকায় বদলী করা হলো।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ০৮-০১-২০১৬ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ০৯-০১-২০১৬ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

মোঃ মোখলেসুর রহমান বিপিএম (বার)
এ্যাডিশনাল আইজি (এএন্ডও)।

ডিআইজি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কার্যালয়
উত্তরা, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৬৪৬/২০১৫—১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা'র সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, জনাব মোঃ শাহ আলম (বিপি ৫৭৭৬০০১৯২৭) এর জন্ম তারিখ ১২-০১-১৯৫৭ খ্রিঃ মোতাবেক ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তাহার বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্তিতে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন প্রবিধি অনুবিভাগ) আদেশ নং-এস,আর,ও ২৫৬-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)জাঃবেঃস্কেল-২/২০০৯/২৩৩-Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এর অনুচ্ছেদ ৬(৪) এর (ঘ) এবং ১৯৫৯ সালের নির্ধারিত ছুটি বিধির ৩(১), গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(১) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন প্রবিধি অনুবিভাগ) আদেশ নং-অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩(অংশ-৩)/৬২, তারিখ ঃ ০৬-০৪-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ অবসর প্রদানপূর্বক আগামী ১২-০১-২০১৬ খ্রিঃ হইতে ১১-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের পূর্ণ গড় বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হইল।

আবু মুসা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম খান
ডিআইজি।

রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়
চট্টগ্রাম

আদেশ

তারিখ, ১৫ পৌষ ১৪২২/২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং প্রশা/০৫-২০১৪/১৭০৯—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-জিএ/৭-২০১৫(ইন্স)/৩৪০৮/১(২৫), তারিখ ঃ ১৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক আরএমপি, রাজশাহী এর সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব আব্দুল ছালাম (বিপি নং ৬১৮১১১০৬৮৬) বদলীসূত্রে ২৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরে যোগদান করায় তাহাকে জনস্বার্থে আরআরএফ, চট্টগ্রাম সংস্থায় বদলী করা হইল।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম
ডিআইজি।

পুলিশ সুপারের কার্যালয়, চাঁদপুর

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং গোপঃ/৩(২)-২০১৫/১৩৮৪(২২)—চাঁদপুর জেলায় কর্মরত নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকগণকে নামের পাশে বর্ণিত স্থানে জনস্বার্থে বদলী করা হইলঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলীকৃত কর্মস্থল	মন্তব্য
(১)	জনাব মোঃ কবির হোসেন বিপি-৬৯৯৫০৪২৯৩১ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মতলব উত্তর থানা, চাঁদপুর।	লাইন, ওআর চাঁদপুর।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০৩৫.১৯.১৩৩.১৫(অংশ-১)-১০৯৭ তারিখ-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ এর নির্দেশ মোতাবেক।
(২)	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন মজুমদার বিপি ৬৭৯৫১২৭০১০ অফিসার ইনচার্জ, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি), চাঁদপুর।	অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মতলব উত্তর থানা, চাঁদপুর।	

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলীকৃত কর্মস্থল	মন্তব্য
(৩)	জনাব এ, টি, এম আরিচুল হক বিপি ৭৩৯৯০৫৫৩২০ পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) চাঁদপুর মডেল থানা, চাঁদপুর।	অফিসার ইনচার্জ, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি), চাঁদপুর।	

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

শামসুন্নাহার
পুলিশ সুপার।

পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

অফিস আদেশাবলী

তারিখ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৭২/২০১৫—নির্বাচন কমিশন স্মারক নং-১৭.০০.০০০০. ০৩৫.১৯.১৩৩.১৫.১১০০ তাং ১৭-১২-২০১৫ খ্রিঃ এর বরাতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-জিএ/১৫-২০১৫(ইন্স)/৩৪৭৫ তাং ২০-১২-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক অত্র জেলার কুলাউড়া থানায় অফিসার ইনচার্জ পদায়নের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অত্র জেলার রাজনগর থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসাবে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ শামসুদ্দোহা পিপিএম (বিপি ৭১৯৬০১০৫০৯)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে অফিসার ইনচার্জ, কুলাউড়া থানা হিসাবে বদলী করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

তারিখ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৭৩/২০১৫—অত্র জেলা গোয়েন্দা শাখায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ আব্দুল বাছেদ (বিপি ৭১৯৩০০৮০৮০)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে অফিসার ইনচার্জ, রাজনগর থানা হিসাবে বদলী করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ শাহ জালাল
পুলিশ সুপার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়

রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১১.২৬.০০২.১৫-১৩৪০(১৪)—এ বিভাগে কর্মরত নিম্নবর্ণিত কানুনগোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে সমপদে বদলি/পদায়ন করা হলো :

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, কানুনগো, রাজস্ব, শাখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা—উপজেলা ভূমি অফিস, আদমদীঘি, বগুড়া।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০২.১২.০০১.১৫-১৫৮৮—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়কে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলা ভূমি অফিসে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে এতদ্বারা নিয়োগ/বদলী করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি, নিজ জেলা এবং স্পাউসের জেলা	যে প্রজ্ঞাপনমূলে ন্যস্ত	বর্তমান কর্মস্থল	বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ	বদলীকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব তুষার কুমার পাল (১৬৬০৯) সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিজ জেলা-সাতক্ষীরা স্পাউসের জেলা-সাতক্ষীরা।	-	উপজেলা ভূমি অফিস, লোহাগড়া, নড়াইল।	১৪-১০-১৪ খ্রিঃ	উপজেলা ভূমি অফিস, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
(২)	জনাব নাজনীন সুলতানা (১৬৭০৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিজ জেলা-সাতক্ষীরা স্পাউসের জেলা-সাতক্ষীরা।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-৩১.০০.০০০০.০৪৬. ১৯.০০৩.১৩-৭৯৬ তারিখঃ ১৩-১১-১৪ খ্রিঃ।	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা	১৫-১২-১৫ খ্রিঃ	উপজেলা ভূমি অফিস, লোহাগড়া, নড়াইল।

২। ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে এ কার্যালয় হতে কোন বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি। তাকে অদ্য ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় হতে অবমুক্ত করা হলো।

৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদ্বয়কে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩(৩) ধারামতে সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা অর্পণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুস সামাদ
বিভাগীয় কমিশনার।

ডিআইজি এর কার্যালয়
স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ২৪৬/২০১৫—এসপিবিএন-১, মোহাম্মদপুর, ঢাকার পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (বিপি নং ৫৬৭৫০৯২৭০৪) এর জন্ম তারিখ ২৫-১২-১৯৫৬ খ্রিঃ অনুযায়ী আগামী ২৪-১২-২০১৫ খ্রিঃ অপরাহ্নে বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্ণ হবে বিধায় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গণকর্মচারী (অবসর) আইন ১৯৭৪ এর ৪ ও ৭ ধারা, অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন অনুবিভাগ) এর ১৫-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের এস.আর. ও নং ৩৭২-আইন/২০১৫। Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (Act No. XXXII of 1975) এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত "চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫" এর অনুচ্ছেদ ১০(২) এর (ক) এবং ১৯৫৯ সালের নির্ধারিত ছুটি বিধির ৩(১) মোতাবেক বয়স ৫৯ বৎসর পূর্তিতে ছুটি পাওনা থাকায় আগামী ২৫-১২-২০১৫ খ্রিঃ পূর্বাহ্ন হতে ২৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ অপরাহ্ন পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর এবং উক্ত ছুটি ভোগ শেষে ২৫-১২-২০১৬ খ্রিঃ পূর্বাহ্ন হতে বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত অবসর মঞ্জুর করা হলো। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক অবসরজনিত সকল প্রকার সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

বিশ্বাস আফজাল হোসেন
ডিআইজি।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ২য়/২২(৪২)ক্যাডার/ইটি/০৮(অংশ-১)/১৫/৬৯১—রাজস্ব প্রশাসনে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজনের জন্য অনুসৃত "সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" এর আওতায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোরের সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ আমীর মামুনকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, গোপালগঞ্জে পদস্থ করা হল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ জামাল হোসেন
কমিশনার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) এর ঘোষণাপত্র
পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) কেস নং-০৪/২০১৫
এল,এ, কেস নং-১৭/৮৩-৮৪

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার খোকসা উপ-কারাগারের জন্য ১৭/৮৩-৮৪ নং এল,এ, কেসে দাগসূচি অনুযায়ী ২.০৮ একর (এল,এ, এলাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) অধিগ্রহণ করা হয় এবং যেহেতু ১৭/৮৩-৮৪ নং এল,এ, কেসে অধিগ্রহণকৃত দাগসূচি অনুযায়ী ২.০৮ একর (এল,এ, এলাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) জমি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত না হওয়ায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর ৭৭ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী কেন বর্ণিত জমি পুনঃগ্রহণক্রমে (রিজিউম) সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত করা হবে না সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানসহ একই ম্যানুয়েলের ৭৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া বরাবর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা, কুষ্টিয়াকে ০৬-১২-১৫ খ্রিঃ তারিখের এল,এ/রিজিউম কেস নং-০৪/২০১৫-৬২১ নং স্মারকে পত্র দেয়া হয় এবং যেহেতু উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা, কুষ্টিয়া তাঁর ২১-১২-১৫ খ্রিঃ তারিখের ০০.৪০.৫০.৫০৬৩.৬৭৯.১১.০০১.১৪-৮৯৪ নং স্মারকে ব্যাখ্যা প্রদানসহ ১৭/৮৩-৮৪ নং এল,এ, কেসে দাগ-সূচি মোতাবেক ২.০৮ একর (অধিগ্রহণ এনাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) এর নিমিত্ত

জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া বরাবর সমর্পণ করেছেন এবং যেহেতু দাগ-সূচি অধিগ্রহণকৃত ২.০৮ একর (এল,এ, এনাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) জমির এস,এ দাগ-খতিয়ানের সাথে আর,এস দাগ ও খতিয়ানের তুলনামূলক বিবরণী, আর,এস জরিপের নক্সা অনুযায়ী ০৩ (তিন) প্রস্থ স্কেচ ম্যাপ, জমির মালিকানা সংক্রান্ত খতিয়ান কপিসমূহসহ বর্ণিত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ০৬-১২-১৫ খ্রিঃ তারিখের এল,এ/রিজিউম কেস নং-০৪/২০১৫-৬৪০ নং স্মারকে সহকারী কমিশনার (ভূমি), খোকসা কুষ্টিয়াকে পত্র দেয়া হয় এবং যেহেতু সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুষ্টিয়া তাঁর ২২-১২-১৫ খ্রিঃ তারিখের ০০.৪০.৫০.৫০৬৩.৬৭৯.১১.০০১.১৪-৯৮৫(যুক্ত) নং স্মারকে তদন্ত প্রতিবেদনসহ চাহিত সকল কাগজপত্র দাখিল করেছেন এবং যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত দাগসূচি অনুযায়ী ২.০৮ একর (অধিগ্রহণ এলাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) জমি আর,এস, জরিপে প্রত্যাশী সংস্থার নামে রেকর্ড না হয়ে বিভিন্ন মালিকের নামে রেকর্ড হয়েছে এবং যেহেতু উপজেলা নির্বাহী অফিসার খোকসা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), খোকসা তাদের দাখিলকৃত পৃথক পৃথক প্রতিবেদনে ১৭/৮৩-৮৪ নং এল,এ, কেসে দাগ-সূচি মোতাবেক ২.০৮ একর (অধিগ্রহণ এলাইনমেন্ট নক্সা অনুযায়ী ২.১২ একর) অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি খোকসা উপ-কারাগারের দখলে আছে মর্মে উল্লেখ করেছেন এবং যেহেতু অধিগ্রহণের এলাইনমেন্ট নক্সা এল,এ, কেসের অংশ এবং দাগ-সূচি অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২.০৮ একর হলেও অধিগ্রহণকৃত নক্সা অনুযায়ী মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ২.১২ একর এবং যেহেতু সরকারি স্বার্থে ২.১২ একর জমি পুনঃগ্রহণক্রমে (রিজিউম করে) সরকারি খাস স্বত্ব দখলে আনা প্রয়োজন :

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১৭ ধারা, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর ৭৮নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৬-১০-৯৪ তারিখের ভূঃমঃ/হুঃদঃ/সাধারণ-১/৯৪/৩৪৫(৬৪) একুইন নং স্মারক ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৮-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.১৩০.১২-৩৮৫/১(৪৩) নং স্মারকের নির্দেশনা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খোকসা, কুষ্টিয়া এর ২১-১২-১৫ খ্রিঃ তারিখের ০০.৪০.৫০.৫০৬৩.৬৭৯.১১.০০১.১৪-৮৯৪ নং স্মারকের সমর্পণপত্র অনুযায়ী এল,এ, কেস নং-১৭/৮৩-৮৪ এর মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার খোকসা মৌজায় খোকসা উপ-কারাগারের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত নিম্ন তফসিল বর্ণিত ২.১২ একর জমি সরকারি স্বার্থে পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করে সরকারের খাস স্বত্ব দখলে আনয়নের আদেশ দেয়া হ'ল।

তফসিল

জেলাঃ কুষ্টিয়া, উপজেলাঃ খোকসা, মৌজাঃ খোকসা

এস,এ খং নং	এস,এ দাগ নং	দাগে মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)	আর,এস খং নং	আর,এস দাগ নং	দাগে মোট জমি (একর)	পুনঃ গ্রহণের প্রস্তাবিত জমি (একর)
৩৩১	৮৪৯	০.৪২	০.৩৪	৭৩৩	৮৭৯	০.৪১	০.৩৪
৬৫৪	৮৫০	০.৪১	০.৩৫	৭১১	৮৭৮	০.৪১	০.৩৫
৯৫২	৮৫৩	০.৬৩	০.০৫	৭০	১৩৫৬	০.৬৩	০.০৫
৯৯	৮৫১	০.১৫	০.০১	৭১০	১৩৫৪	০.১৫	০.০১
২৭৫, ২৭৮, ৮১১	২৫০১	০.৬৭	০.৬৭	৬৪৫	৮৭৫	০.৩১	০.৩১
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭১০	৮৭৬	০.৩৬	০.৩৬
৮৫	২৫০২	০.২৫	০.২৫	২০৫	৮৭৭	০.২৫	০.২৫
৫১৭	৮৫৮	০.৩০	০.১৩	৭৩৭	১৩৫৩	০.৩০	০.১৩
৮৩৬	৮৫৯	০.২৮	০.১২	২০২	১৩৫২	০.২৮	০.১২
৪৮৩	২৮২	০.২২	০.১১	৬৮৩	৮৭২	০.১০	০.০৬
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭১	৮৭৩	০.১১	০.০৫
৯১৫	২৮৩	০.২৬	০.০৯	১৮১	৮৭৪	০.২৬	০.০৯
			মোট=২.১২একর।				মোট=২.১২ একর।

সৈয়দ বেলাল হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ
কেস নং-এল এ (সাঃ)-০১/২০১৫-২০১৬
"ঘ"
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নিম্ন-তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (২নং অধ্যাদেশ)-এর ১০ ধারা মোতাবেক তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সেহেতু, উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হল এবং তা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

জেলা ঝিনাইদহ, উপজেলা ঝিনাইদহ সদর, মৌজার নাম ১১৮ নং মহিষাকুণ্ডু

খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৯৫	৩৩৬	০.৩০

মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার
জেলা প্রশাসক।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট

সিলেট বন বিভাগাধীন ২০১৬ইং সনে প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২০ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৭/প্রাকৃতিক বাঁশ অব ২০১৬—সিলেট বন বিভাগের প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল (তফসিল সংযুক্ত) ২০১৬ইং সনে দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা/বিক্রয়ের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদারগণের নিকট হইতে মুখবন্ধ খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র আগামী ১৬-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা; বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট; জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলা এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র আগামী ১৭-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.০ ঘঠিকার সময় সহকারী বন সংরক্ষক, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর কার্যালয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির উপস্থিতিতে খোলা হইবে। ইচ্ছা করিলে দরপত্রদাতাগণ দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

শর্তাবলী

১। প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তি হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তির সত্যায়িত আলোকছাপ এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাটের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের/সিডিউলের সহিত দরপত্রের শর্তানুযায়ী যে সকল সনদপত্র/কাগজপত্র দাখিল করিবেন, তাহা যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া না গেলে এবং ভূয়া/জালিয়াতি প্রমাণিত হইলে, দরপত্রদাতার বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করা সহ দরপত্র দাতার মহালদারী তালিকাভুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৩। দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত উদ্বৃত মূল্যের শতকরা ৩% (শতকরা তিন ভাগ) বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) যে কোন তফশিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। দরপত্র দাতা মহাল ক্রয়ে অকৃতকার্য হইলে, তাহার বায়নার টাকা যথাসময়ে ফেরৎ প্রদান করা হইবে। কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে মহালের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে।

৪। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া মহালে প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা/গুণগতমান যাচাই করিতে হইবে। বাঁশ মহাল পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর প্রজাতিভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা কম আছে বা ইহার গুণগতমান সম্পর্কে দরপত্র দাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্ধারিত ছকপত্রে অবশ্যই দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত ছকপত্র (সিডিউল) বিভাগীয় বন কার্যালয়, চাঁদনীঘাট, সিলেট; বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; ও জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর কার্যালয় হইতে নগদ ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য) প্রদানপূর্বক ১৫-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় মহালদারী হালনাগাদ তালিকাভুক্তি এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাট সনদপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রশিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৬। প্রতিটি বাঁশ মহালের জন্য আলাদা আলাদা দরপত্র (সিডিউল) ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে মহালের নাম উল্লেখপূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৭। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মহালের প্রাক্কলিত সংখ্যক বাঁশ বিক্রয় করা হইবে। কোন অবস্থায়ই প্রাক্কলিত সংখ্যার অতিরিক্ত বাঁশ কাটা বা আহরণ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে দরপত্র দাতা মহাল হইতে বর্ণিত সংখ্যক বাঁশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইলে, অনাহরিত বাঁশের উপর দরপত্র দাতার কোন দাবী থাকিবে না এবং ঐ কারণে তিনি কোনরূপ মূল্য রেয়াত বা ফেরৎ দাবী করিতে পারিবেন না।

৮। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে গৃহিত মূল্যের শতকরা ১৫% হারে জামানত বাবদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফ্ট/পাসবহি এর মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামার নমুনা বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট ও সিলেট বন বিভাগের যে কোন রেঞ্জ অফিস হইতে দেখিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা সম্পাদনের পর সফল দরপত্র দাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা যাইবে। জামানতের টাকা কোন অবস্থাতেই কোন কিস্তির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

৯। ৮নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা (Earnest money) সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিলক্রমে তাহাকে কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয় করিলে, কম মূল্যে বিক্রয় জনিত কারণে সরকারের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহা "সরকারি পাওনা" হিসাবে আদায়ের জন্য ১ম বার সফল দরপত্র দাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্র দাতার অন্য কোন মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা/জমা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

১০। দরপত্রদাতা/তালিকাভুক্তি মহালদার বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মিত্যা, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া কোন অভিযোগ দাখিল করিয়া প্রশাসনিক জটিলতা/বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি করিলে তালিকাভুক্তি বাতিল করা সহ তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের থাকিবে।

১১। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ১৫ নং শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্র দাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

১২। সফল দরপত্র দাতা চুক্তিপত্রের বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত লংঘন/ভঙ্গ করিলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া মহালটি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে। পুনঃ বিক্রয়ে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে তাহা প্রথমবার দাখিলকৃত সফল দরপত্র দাতার নিকট হইতে বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩। দরপত্র দাতাকে যথেষ্ট স্থাবর/সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক লেনদেনের বিগত এক বছরের হালনাগাদ বিবরণী দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৪। যাহাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মূলতবী রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

১৫। মহালের বিক্রয় মূল্যের টাকা নিম্নবর্ণিত হারে ও সময়ে পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দফায় বর্ণিত হারে বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারা যাইবে।

(ক) একলক্ষ টাকা বা তার কম মূল্যে বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ১০০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে	১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত) ৩ (তিন) মাস।

(খ) একলক্ষ টাকার উর্ধ্ব হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৫০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	৪০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত) ৬ (ছয়) মাস
২য় কিস্তি ৫০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৪ (চার) মাসের মধ্যে	১০০%	

(গ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রিত মহাল:

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতীত ১২ (বার) মাস
২য় কিস্তি ৩০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৬০%	
৩য় কিস্তি ২০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৮ (আট) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৮০%	
৪র্থ কিস্তি ১০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ১০ (দশ) মাসের মধ্যে	সর্বমোট ১০০%	

মহালক্রেতাকে মহালের কার্যাদেশ পত্রে কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অবহিত করা হইবে। ইহা ছাড়া অনিবার্য কারণ বশতঃ কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে, কার্যাদেশে উল্লিখিত মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। ১৫নং শর্তে বর্ণিত হারে ও সময়ে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করিলে, মহালের কাজ বন্ধ করার অর্থাৎ বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন বন্ধের এখতিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে ও এইরূপ কাজ বন্ধ করার জন্য ক্রেতা মহালের বাকী টাকা পরিশোধ হইতে রেহাই পাইবেন না। এই জন্য ক্রেতার কোন ক্ষতি হইলে, তজ্জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

১৭। নির্ধারিত সময়ে মহালক্রেতা কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিদিনের জন্য পাওনা টাকার উপর ১% জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন এবং জরিমানা ধার্য করা হইলে, মহালক্রেতা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাঁশ মহাল ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

১৯। ১৬ জুন হইতে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাঁশের প্রজন্ম বৃদ্ধিজনিত কারণে বাঁশ কাটার বন্ধ মৌসুমে (Closed Season) হিসাবে নির্ধারিত। এই বন্ধ মৌসুমে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকিবে।

২০। বন্ধকালীন সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই মহালক্রেতাকে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরসহ সকল কাটা বাঁশ মহাল হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। ১৬ জুন তারিখে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কাটা বাঁশ থাকিলে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং বন্ধকালীন সময়ে বাঁশ কর্তন বা অন্য যে কোন কার্যক্রমের ফলে বাঁশের প্রজননে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এবং কচি বা ডগা বাঁশ নষ্ট হওয়ার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি বাঁশের জন্য ২৫ (পঁচিশ) টাকা হারে ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাহাছাড়া, বন্ধকালীন সময়ে মহালের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বাঁশ কর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ বাঁশ মহালের বিক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে। ইহা মহালক্রেতা কখনই দাবী করিতে পারিবেন না।

২১। বাঁশ মহালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর মহালের অভ্যন্তরে অকর্তিত যে বাঁশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার ইচ্ছামত এই বাঁশ বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারের রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইবে। তবে মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধিত কর্তিত অনাহরিত কোন বাঁশ মহালের ভিতর থাকিলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ৩/- (তিন) টাকা ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে শুধুমাত্র কর্তিত বাঁশ পরিবহনের জন্য সাময়িক সময় প্রদান করা যাইতে পারে।

২২। বাঁশ মহালের সমুদয় বাঁশ কার্যাদেশপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তন, আহরণ ও পরিবহন কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মহালক্রেতা মহাল হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম সংখ্যক বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের অজুহাতে পরবর্তীতে সময় বর্ধিতকরণের জন্য মহালক্রেতার কোন আবেদন/নিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৩। মহালক্রেতা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে উল্লিখিত প্রজাতি/সংখ্যার অতিরিক্ত কোন বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোন বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করা প্রমাণিত হইলে, উহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং প্রচলিত বন অপরাধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৪। তফসিলে বর্ণিত ২০১৬ইং সনে বিক্রিতব্য/বিক্রয়যোগ্য বাঁশ মহাল হইতে যে কোন বাঁশ মহাল বাদ দেওয়া বা অনুমোদিত অন্য যে কোন বাঁশ মহাল অন্তর্ভুক্ত করা বা না করা এবং বিক্রিত কোন বাঁশ মহাল সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশের পূর্বে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন।

২৫। বিক্রিত বাঁশ মহাল হইতে সিডিউল রেইটে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য (হোম কনজামশন) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পারমিট ইস্যু করিতে পারিবেন, যাহা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৬। বিক্রিত মহালের কচি বা ডগা বাঁশ কাটা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু প্রতি ঝাড়ে (Clump) ডগা বাঁশের সাথে ৪ (চার) টি পাঁকা বাঁশ অবশ্যই রাখিতে হইবে। প্রতি ঝাড়ে ৪ (চার) টি পাকা বাঁশ না থাকিলে, প্রতিটি কাটা বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। পাকা বাঁশ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাটিতে হইবে। পাকা বাঁশ কাটিবার সময় যাহাতে ডগা বা কচি বাঁশ নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি মহালক্রেতাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং বাঁশ আহরণের সময় যদি কোন কচি বা ডগা বাঁশ অথবা পাকা বাঁশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রতি বিনষ্ট বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হিসাবে ধার্যকৃত জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৮। প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ মহালে পুষ্পায়নের পর ফুল ও ফল আসিলে তাৎক্ষণিক বাঁশ মহালের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাইবে।

২৯। মহালের মেয়াদকালীন সময়ে প্রাকৃতিকভাবে পুষ্পায়নের ফলে মহালের বাঁশ মারা গেলে বকেয়া রাজস্ব মওকুফ করার বিষয়টি বিবেচনা করা বা না করা যথাযথ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে। তবে মহালক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত কোন রাজস্ব তিনি আর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না এবং ঐ পরিমাণ বাঁশও তিনি কখনই কর্তন/আহরণ/পরিবহনের সুযোগ পাইবেন না।

৩০। কোন ক্রমেই মাটি হইতে ১-০´´ ফুটের বেশী উঁচুতে বাঁশ কাটা যাইবে না। ১-০´´ ফুটের উপরে বাঁশ কাটিলে এবং এইরূপ কাটা প্রমাণিত হইলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত ৩/- (তিন) টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে মহালক্রেতা বাধ্য থাকিবেন।

৩১। মহাল কেতা মহালের বাহিরে বাঁশ বা অন্য কোন বনজদ্রব্য কাটিলে ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করাসহ মহাল ক্রয় বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া, মহালের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের কোন বনজদ্রব্য চুরি হইলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা দায়ী থাকিবেন এবং ইহাতে সরকারের যে ক্ষতি হইবে, ক্রেতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ৮নং শর্তে বর্ণিত ক্রেতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। মহাল এলাকার সীমানা হইতে চতুর্দিকে ১ মাইল পর্যন্ত এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে। তবে চুরির সংবাদ তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে জানাইলে এবং অপরাধীকে ধরিতে সাহায্য করিলে উক্ত দায় হইতে ক্রেতাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

৩২। বাঁশ মহালের কর্তিত বাঁশ ডিপোজাত করণের জন্য মহালক্রেতাকে ডিপো স্থাপনের ভূমির ম্যাপ, পর্চা সহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষক এর সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কর্তনকৃত বাঁশ মজুদ করা যাইবে না।

৩৩। বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে/ভিতরে কর্তনকৃত কোন বাঁশ রাখা যাইবে না। যেদিন যে সংখ্যক বাঁশ কর্তন করা হইবে, সেই দিনই সেই সংখ্যক কর্তনকৃত বাঁশ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-৬ মূলে ডিপোতে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩৪। বাঁশ মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপোতে বাঁশ মজুদের পূর্বে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কর্তনকৃত বাঁশ কোন অবস্থাতেই খণ্ডন করা যাইবে না। ডিপোতে মজুদকৃত বাঁশ প্রয়োজনে খণ্ডনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় উহার কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে, প্রতিটি খণ্ডনকৃত বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ২৫ (পঁচিশ) টাকা হারে জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, মহালক্রেতা উহা দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই সংখ্যক বাঁশ তাহার ক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে।

৩৫। বাঁশ মহাল/বনাঞ্চল হইতে বাঁশ বাহির করিয়া ডিপোতে নেওয়ার সময় বাঁশের প্রত্যেক চালান সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দ্বারা সরজমিনে অবশ্যই চেক করাইতে হইবে। বিট অফিসার বাঁশের চালান চেক করার পর দেওয়া সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরমের অপর পৃষ্ঠায় চেক করা বাঁশের সংখ্যা লিখিয়া তারিখসহ নামীয় সীল ও সই করিবেন। ডিপো হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের সময় রীতিমত ট্রানজিট পাশ নিতে হইবে। উক্ত ট্রানজিট পাশ প্রত্যেক চেক স্টেশনে চেক করাইতে হইবে।

৩৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারি প্রয়োজনে দশভাগ বাঁশ (১০%) সরকারি সিডিউল রেইটে এবং ১০% (দশ) ভাগের ঊর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ বাঁশ সরকারি প্রয়োজনে স্থানীয় রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক যাচাইকৃত স্থানীয় বাজার দরে হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

৩৭। মহালক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত মহালের ভিতর কোন প্রকার রাস্তা তৈরী করিতে পারিবেন না।

৩৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের অনুমতি ব্যতীত অবিক্রিত বাঁশ মহালের (Closed Coupe/Mohal) ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছড়া বা নালা দিয়া বাঁশ বাহির করা যাইবে না।

৩৯। যে সকল বাঁশ মহালের নাম ছড়ার নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল মহালের বাঁশ শুধুমাত্র মহালের নাম দেওয়া ছড়া দিয়া বাহির করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা অন্য ছড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৪০। মহালের মেয়াদ এর মধ্যে মহালে কোন প্রকার অগ্নি সংযোগ হইলে মহালদার তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহাতে সরকারের কোন প্রকার ক্ষতি হইলে, মহাল ক্রেতা ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪১। চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে মহালক্রেতা নিজ ক্রয়কৃত মহালের বাঁশ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কোন দৈব দূর্বিপাকে বা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত গোলযোগে মহালক্রেতার কোন ক্ষতি হইলে সরকার তজ্জন্য দায়ী হইবে না। এই সমস্ত কারণে ক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না, করিলেও উহা আইনগতঃ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪২। মহালের বকেয়া কিস্তির টাকা পাওনা থাকিলে অথবা চুক্তি বাতিল ও পুনঃবিক্রিজনিত কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, এইসব পাওনা বা ক্ষতি বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারির মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৪৩। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত সকল মহাল বা যে কোন মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বিক্রয় নাও করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কোন ওজর আপত্তি চলিবে না।

৪৪। মহাল ক্রেতা কেবলমাত্র হান্ডর তৈরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহাল এলাকা হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-শ্রেণির গাছ (ঘনফুট)/বল্লী (দৈর্ঘফুট) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিতভাবে অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রতি ঘনফুট/দৈর্ঘফুট রাজস্ব মূল্যের তিনগুণ হারে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৪৫। মহালের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মহালদারকে মহালের অভ্যন্তরে নির্মিত হান্ডর ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। যথাসময়ে মহালদার হান্ডর ভাঙ্গিয়া না নিলে, নির্ধারিত সময়ের পরে বিনা নোটিশে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত হান্ডর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং এই হান্ডর ভাঙ্গার কাজে ব্যয়িত অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, মহালদারের জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

৪৬। মহালক্রেতা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহালের ক্রয় মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর ও ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর এককালীন ১ম কিস্তির সাথে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৭। ৪৬ নং শর্তে বর্ণিত আয়কর ও ভ্যাট এর হার মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিবর্তন/পরিবর্ধন হইলে যে হার নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহাল ক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন কর যে হারে নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৮। সর্বোচ্চ বা যে কোন দর/দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির/কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ কাহারো নিকট কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৪৯। ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উপরে দরপত্র গ্রহণ করা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

৫০। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যদি কোন মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রকার করণিক ভুলত্রুটি যে কোন সময় লক্ষ্য করা যায় বা ধরা পড়ে, তবে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫১। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোন সময় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংরক্ষণ করেন।

৫২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পুংখানুপুংখরূপে অবগত হইয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে এতদ্‌বিষয়ে কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫৩। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন বাঁশ মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৫৪। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় ও বিক্রয় উত্তর পরিস্থিতেতে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

৫৫। ইহা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা' ২০১১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

অবনী ভূষণ ঠাকুর
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

আর.এস.এম.মুনিরুল ইসলাম
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

তফসিল

সিলেট বন বিভাগের ২০১৬ইং সনের বিক্রয়যোগ্য প্রাকৃতিক বাঁশ মহালের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	রেঞ্জের নাম	ফেলিং সিরিজ/ বিটের নাম	কুপ/মহালের নাম	মহাল নং ও সন	এলাকা/ মহালের আয়তন (একর)	বাঁশের প্রজাতি	প্রজাতি ভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা	প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের সীমানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(১)	রাজকান্দি রেঞ্জ	কামারছড়া বিট	সুনছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০১/ সুনছড়া/ বাঁশ-২০১৬	৭৭৫.৯৮ একর	১। মুলী বাঁশ ২। মাকাল বাঁশ ৩। ডলু বাঁশ মোট ঃ	৭,৫০০ টি ৩৮,১৫২ টি ১,৩০৪ টি ৪৬,৯৫৬ টি	৪৬,৯৫৬টি	উত্তরে ঃ সুনছড়া চা-বাগান। দক্ষিণে ঃ আদমপুর বিটের লেওয়াছড়া বাঁশ বাগান। পূর্বে ঃ ভারত। পশ্চিমে ঃ খাসিয়া পানজুম ও বিভিন্ন সনে সৃজিত বন বাগান।	
(২)	কুলাউড়া রেঞ্জ	নলডুরী বিট	১) লবনছড়া বাঁশ মহাল ২) বেগুনছড়া বাঁশ মহাল।	কুলা/০১/ লবনছড়া ও বেগুনছড়া/ বাঁশ-২০১৬	১৯০৯.০	১। মুলী বাঁশ ২। মাকাল বাঁশ ৩। রূপই বাঁশ	৪৪,৪৩৫টি ১,৩২,৩৭০টি ২,৩৩৮টি মোট:১,৭৯,১৪৩টি	১,৭৯,১৪৩টি	উত্তরে ঃ চৈলতাপুঞ্জি ও ২০১০-১১ সনের বাঁশ বাগান। দক্ষিণেঃ ছোটকালাইগিরি । পূর্বে ঃ হারারগজ রিজার্ভ। পশ্চিমে ঃ নুনছড়া, বেগুনছড়া ও চৈলতাপুঞ্জি।	

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর
(স্থানীয় সরকার শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.৪১.৫৪০০.১১১.০৩.০৬৪.১৫-৪৮—মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪১.৫৪৮০.০০০.০৩.০১৯.১৫.৫৪০ নং স্মারকের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলা রাজৈর উপজেলাধীন খালিয়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে "খালিয়া" ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা পুনর্গঠন পুনর্গঠনপুর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইপ-১ অধিশাখা হতে ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০১৭.০২২.০০.০০.০১১.২০১৩.৬৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত নীতিমালার (৭) অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণশুনানী গ্রহণান্তে কোন আপত্তি না পাওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১১ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খালিয়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে ৯টি ওয়ার্ড গঠন করা হলো।

২। উক্ত নতুন ৯(নয়)টি ওয়ার্ডকে নিম্নবর্ণিতভাবে ০৯(নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডকে তিনভাগে ভাগ করে ৩ (তিন) টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিভক্ত করা হলো ঃ

ইউনিয়ন ঃ খালিয়া, উপজেলা ঃ রাজৈর, জেলা, মাদারীপুর,
খালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ০৯ টি ওয়ার্ড পুনর্গঠন ছক।

ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩ সংরক্ষিত মহিলা আসন-১
ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬ সংরক্ষিত মহিলা আসন-২
ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯ সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩

ওয়ার্ড নং	গ্রামের নাম	মৌজার নাম ও জে এল নং	দাগ নং	সম্ভাব্য জনসংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পশ্চিম সরমঙ্গল	৫১ নং সরমঙ্গল	৫২২ হতে ৮৪০ পর্যন্ত	২৭৫০ জন	প্রস্তাবিত ১নং ওয়ার্ডের ৫১নং সরমঙ্গল মৌজায় ৫২২ হতে ৮৪০ পর্যন্ত নং দাগ প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত মৌজায় দাগ নং ১৯-৫২১ নব গঠিত রাজৈর পৌরসভায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। তাই উক্ত দাগসমূহ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পরিষদে আনা হয়নি। বৌলগ্রাম মৌজার ০১-১৮৪ দাগ ও ৮৮২ হতে ৯৫৫ দাগ পাশাপাশি এবং এক গঠনে অবস্থিত এবং উক্ত অংশটুকু সরমঙ্গল গ্রাম হিসেবেই স্থানীয়ভাবে পরিচিত। এছাড়া ৫৩নং খালিয়া মৌজায় ৩২৫৫ হতে ৩৩২১ দাগ অপর অংশের সাথে বৃহদাকার খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং বৌলগ্রাম মৌজার সাথে সংযুক্ত এবং উক্ত অংশ সরমঙ্গল গ্রাম নামে পরিচিত হওয়ায় তা একই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
		৫২ নং বৌলগ্রাম	০১ নং হতে ১৮৪ নং পর্যন্ত ও ৮৮২ হতে ৯৫৫ পর্যন্ত		
		৫৩ নং খালিয়া	৩২৫৫ হতে ৩৩২১ পর্যন্ত		
২।	ক) বেপারী পাড়া খ) খালিয়া গঙ্গারামপুর গ) খালিয়া ঘ) খালিয়া দক্ষিণ পাড়া	৫৩ নং খালিয়া	০১ হতে ১৬০২ পর্যন্ত	২৭৫০ জন	৫১নং সরমঙ্গল মৌজার ০১-১৮ দাগ পৌরসভার বাইরে এবং উক্ত অংশটুকু ভূখণ্ডগতভাবে ৫৩নং খালিয়া মৌজার একীভূত বিধায় উক্ত দাগসমূহ খালিয়া মৌজার ০১-১৬০২ দাগ নিয়ে গঠিত ২নং ওয়ার্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
		৫১নং সরমঙ্গল	০১ নং হতে ১৮ পর্যন্ত		
৩।	ক) সেনদিয়া খ) পলিতা গ) নাওড়া	৫৫নং সেনদিয়া	০১ হতে ৫৩৪	২৫৫০ জন	৫৫নং সেনদিয়া মৌজায় ০১-৫৩৪ নং দাগ অপর অংশের সাথে একটি খাল দ্বারা বিভাজিত। খালের উত্তর অংশ সেনদিয়া গ্রাম নামে অভিহিত এবং তা একই মৌজার ২নং শীটের সাথে সংযুক্ত। ২ নং শীটের ১৫০১-২৫৬৯ নং পর্যন্ত দাগ থাকায় এবং উক্ত অংশ পলিতা ও নাওড়া গ্রাম নামে অভিহিত হওয়ায় দুটি অংশ একত্র করে ৩নং ওয়ার্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১৫০১ হতে ২৫৬৯ পর্যন্ত		
৪।	বৌলগ্রাম মুসলিমপাড়া	৫২ নং বৌলগ্রাম	১৫০১ হতে ১৮৬৯, ২০৪২ হতে ২৪৪৯ এবং ২৪৭৪ হতে ২৬২৬ পর্যন্ত	২৬৫০ জন	৫২নং বৌলগ্রাম মৌজা ১৫০১ হতে ১৮৬৯, ২০৪২ হতে ২৪৪৯ এবং ২৪৭৪ হতে ২৬২৬ নং দাগসমূহের গঠিত এলাকা বৌলগ্রাম মুসলিমপাড়া হিসাবে পরিচিত বিধায় উক্ত অংশ নিয়ে ৪নং ওয়ার্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত অংশটুকু ভূখন্ডভাবে একীভূত।
৫।	ক) কানাইপুর খ) বৌলগ্রাম শীলবাড়িসহ খালের পূর্বপাড়।	৫২নং বৌলগ্রাম	৪০০১ হতে ৫১৮২, ২৪৫০ হতে ২৪৭৩ এবং ২৬২৭ হতে ২৯২৯ পর্যন্ত	২৬০০ জন	৫২নং বৌলগ্রাম ০৩ নং শীটে ৪০০১ হতে ৫১৮২ নং দাগ রয়েছে যা কানাইপুর গ্রাম নামে পরিচিত। উক্ত অংশে ভূখণ্ডগতভাবে বৌলগ্রাম হিন্দুপাড়া শীলবাড়ী খালের পূর্বপাড়ের সাথে একীভূত যেখানে বৌলগ্রাম মৌজার ২৪৫০ হতে ২৪৭৩ এবং ২৬২৭ হতে ২৯২৯ নং দাগ বিদ্যমান। ফলে উক্ত দুটি অংশ একত্র করে ৫নং ওয়ার্ডে প্রস্তাব করা হয়েছে।

১	২	৩	৪	৫	৬
৬।	ক) চিকনদী খ) বৌলগ্রাম শীলবাড়িসহ খালের পশ্চিমপাড়	৫২ নং বৌলগ্রাম	১৮৫ হতে ৮৮১ পর্যন্ত এবং ৯৫৬ হতে ১২৮৮ পর্যন্ত	২৭০০ জন	৫২ নং বৌলগ্রাম মৌজার ১৮৫ হতে ৮৮১ দাগ অপর অংশের সাথে পাকা দীর্ঘ রাস্তা দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় এবং ৯৫৬ হতে ১২৮৮ নং দাগ পর্যন্ত একগঠনে একীভূত থাকায় উক্ত দুটি অংশ মিলে ০৬নং ওয়ার্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭।	ক) দক্ষিণ সাতপাড়	৫৪ নং সাতপাড়	০১ হতে ১০৮০ পর্যন্ত এবং ২০০১ হতে ২৬২৯ পর্যন্ত	২৭০০ জন	৫৪ নং সাতপাড় মৌজায় ০১ নং শীটে ০১-১০৮০ দাগ এবং ০২ নং শীটে ২০০১-২৬২১ দাগ রয়েছে। মধ্যবর্তী দাগসমূহ ছুট। উক্ত মৌজার সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে ০৭নং ওয়ার্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৮।	ক) উত্তর সাতপাড় খ) দক্ষিণসাতপাড় গ) বাথানবাড়ী	৫৩ নং খালিয়া	৩০০১- হতে ৩২৫৪, ৩৩২২ হতে ৪০০৫ পর্যন্ত ৫০০১ হতে ৫৮১৩	২৮০০ জন	৫৩ নং খালিয়া মৌজার ৩০০১-৩২৫৪ দাগ উত্তর সাতপাড় গ্রাম নামে পরিচিতি। ৩৩২২ হতে ৪০০৫ নং দাগ দক্ষিণ খালিয়া গ্রাম নামে পরিচিত এবং ৫০০১ হতে ৫৮১৩ নং দাগ বাথানবাড়ী গ্রাম নামে পরিচিত এবং উক্ত অংশসমূহ পাশাপাশি সংযুক্ত বিধায় এই ০৩টি গ্রাম নিয়ে ০৮নং ওয়ার্ডে প্রস্তাব করা হয়েছে।
৯।	ক) ছাতিয়ানবাড়ী খ) উল্লাবাড়ী	৫৫নং সেনদিয়া	৫৩৫ হতে ৮২১ এবং ৩০০১ হতে ৩৬৪৫ পর্যন্ত	২৬০০ জন	৫৫নং সেনদিয়া মৌজার ৫৩৫-৮২১ দাগ পর্যন্ত ছাতিয়ানবাড়ী গ্রাম নামে পরিচিত এবং ৩০০১ হতে ৩৬৪৫ নং দাগ উল্লাপাড়ী গ্রাম নামে পরিচিত এবং উক্ত অংশ দুটি পাশাপাশি সংযুক্ত বিধায় দুটি অংশ নিয়ে ০৯নং ওয়ার্ডে প্রস্তাব করা হয়েছে।
			মোট =২৪১৬০ জন		

বিঃ দ্রঃ এখানে উল্লেখ্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নে মোট ০৫টি মৌজা রয়েছে। মৌজাসমূহের দাগ নম্বর নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। ৫১ নং সরমঙ্গল ---- ০১নং শীটে ০১-৮৪০ দাগ ও ২নং শীটে ১০০১-২২৫৩ দাগ রয়েছে।
২। ৫২ নং বৌলগ্রাম ---- ০১নং শীটে ০১-১২৮৮ দাগ ও ২নং শীটে ১৫০১-২৯২৯ দাগ ও ৩নং শীটে ৪০০১-৫১৮২ দাগ রয়েছে।
৩। ৫৩ নং খালিয়া ---- ০১নং শীটে ০১-১৬০২ দাগ ও ০২নং শীটে ৩০০১-৪০০৫ দাগ ও ৩নং শীটে ৫০০১-৫৮১৩ দাগ রয়েছে।
৪। ৫৪ নং সাতপাড় ---- ০১নং শীটে ০১-১০৮০ দাগ ও ০২নং শীটে ২০০১-২৬২৯ দাগ রয়েছে।
৫। ৫৫ নং সেনদিয়া ---- ০১নং শীটে ০১-৮২১ দাগ ও ০২নং শীটে ১৫০১-২৪৬৯ দাগ ও ৩ নং শীট ৩০০১-৩৬৪৫ নং দাগ রয়েছে।

টীকাঃ রাজের পৌরসভার গেজেটে সরমঙ্গল মৌজার ১১৪৩ হতে ২২৪৪ দাগ গেজেট হলেও ০২নং শীট পুরোটাই পৌরসভার নক্সায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৌলগ্রাম মৌজার ১৮৭০-২০০৯ নং দাগ পর্যন্ত পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গেজেট মতে কিন্ত পৌরসভার নক্সা মোতাবেক ২০৪১ নং দাগ পর্যন্ত রাজের পৌরসভার নক্সায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নং ০৫.৪১.৫৪০০.১১১.০৩.০৬৪.১৫-৪৯—মাদারীপুর জেলার রাজের উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ০৫.৪১.৫৪৮০.০০০.০৩.০১৯.১৫.৫৪১ নং স্মারকের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলা রাজের উপজেলাধীন আমগ্রাম ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে "আমগ্রাম" ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা পুনর্গঠনপুর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইপ-১ অধিশাখা হতে ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০১৭. ০২২.০০. ০০. ০১১.২০১৩.৬৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত নীতিমালার (৭) অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণশুনানী গ্রহণান্তে কেন আপত্তি না পাওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমগ্রাম ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে ০৯টি ওয়ার্ড গঠন করা হলো।

২। উক্ত নতুন ৯(নয়)টি ওয়ার্ডকে নিম্নবর্ণিতভাবে ৯(নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডকে তিনভাগে ভাগ করে ৩(তিন) টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিভক্ত করা হলো ঃ—

ইউনিয়ন ঃ আমগ্রাম, উপজেলা ঃ রাজৈর, জেলা ঃ মাদারীপুর,
আমগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ৯ টি ওয়ার্ড পুনর্গঠনছক।

ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩ সংরক্ষিত মহিলা আসন-১
ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬ সংরক্ষিত মহিলা আসন-২
ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯ সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩

ওয়ার্ড নং	গ্রামের নাম	মৌজার নাম ও জে এল নং	দাগ নং	সম্ভাব্য জনসংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ক) নরারকান্দির আংশিক খ) বাশাবাড়ী গ) বড়দিয়া	৭৬ নং হোগলা	১৫০২-৪৩৬১ পর্যন্ত	৩২৬০	০১-১৫০১ পর্যন্ত দাগ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। নরাকান্দির পৌরসভার বাহিরের অংশ এবং বাশাবাড়ী ও বড়দিয়া গ্রাম সম্পূর্ণ।
২।	ক) মঠবাড়ী খ) পশ্চিম তেলিকান্দি গ) উত্তর হোগলা	৭৬ নং হোগলা	৪৩৬২-৫০৮৯ পর্যন্ত	৩৩২০	উল্লিখিত গ্রামগুলি সম্পূর্ণ
৩।	ক) পূর্ব তেলিকান্দি খ) দক্ষিণ হোগলার আংশিক	৭৬ নং হোগলা	৫০৯০-৫৬৬৪	৩২৫০	দক্ষিণ হোগলার কালিবাড়ীর রাস্তা হতে প্রভাত খৃস্টানের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের রাস্তা হয়ে বাবু চ্যাটাজীর বাড়ীর উত্তর পাশের রাস্তা হয়ে গৌরাঙ্গ দত্তের বাড়ী পর্যন্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬
৪।	ক) দক্ষিণ হোগলার আংশিক খ) কান্দিয়া গ) নয়াচর	৭৬ নং হোগলা ৭৫ নং কান্দিয়া	৫৬৬৫-৭০০৭ কান্দিয়া মৌজার সবগুলো দাগ	৩১০৫	কাঞ্চন খৃস্টানের বাড়ী হয়ে কালী বাড়ীর রাস্তার দক্ষিণ পাশ হয়ে হোগলার শেষ সীমানা।
৫।	ক) সিরাজকাঠি খ) উত্তর পাখুল্লা গ) দক্ষিণ পাখুল্লা	৭৪ নং সিরাজকাঠি ৯০ নং উত্তর পাখুল্লা ৯১ নং দক্ষিণ পাখুল্লা	উল্লিখিত মৌজা সমূহের সবগুলো দাগ	৩৭১০	উল্লিখিত গ্রামগুলো সব
৬।	ক) লাউসার খ) লখন্ডা	৯২ নং লাউসার ৯৩ নং লখন্ডা	উল্লিখিত মৌজার সবগুলো দাগ	৩৬৮৪	উল্লিখিত গ্রামগুলো সব
৭।	ক) প্যারাগ্রাম খ) আমগ্রাম উত্তর পাড়া গ) আমগ্রাম মধ্যপাড়া	৭০নং প্যারাগ্রাম ৭১ নং আমগ্রাম	৭০নং প্যারা গ্রাম সম্পূর্ণ ০১-২৮৫০ পর্যন্ত	৩৫১০	সুনিল খৃস্টানের বাড়ী হতে দশরথ সরকারের বাড়ী পর্যন্ত।
৮।	ক) আমগ্রাম পশ্চিমপাড়া খ) বনের বাড়ী	৭১ নং আমগ্রাম ৭২ নং সিরাজ কাঠি পাবনিয়া	২৮৫১-৩৪৩০ পর্যন্ত ৭২ নং মৌজার সম্পূর্ণ	৩৪১০	ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাসের বাড়ী হতে সেনখালী ব্রীজ পর্যন্ত।
৯।	ক) আমগ্রাম দক্ষিণপাড়া খ) গোবিন্দপুর	৭১ নং আমগ্রাম ৭৩ নং বিল পাবনিয়া	৩৪৩১-৪১৪১ পর্যন্ত ৭৩ নং মৌজার সম্পূর্ণ	৩৬৮০	আমগ্রাম সমর মন্ডলের বাড়ী হতে শিকারী বাড়ী পর্যন্ত।

নং ০৫.৪১.৫৪০০.১১১.০৩.০৬৪.১৫-৫০—মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪১.৫৪৮০.০০০.০৩.০১৯.১৫.৫৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন হোসেনপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে "হোসেনপুর" ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা পুণর্গঠন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইপ-১ অধিশাখা হতে ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০১৭.০২২.০০.০০.০১১. ২০১৩.৬৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত নীতিমালার (৭) অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণশুনানী গ্রহণান্তে কোনো আপত্তি না পাওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে হোসেনপুর ইউনিয়নকে বিভক্ত করে ৯টি ওয়ার্ড গঠন করা হলো।

২। উক্ত নতুন ২(দুই)টি ইউনিয়নের প্রতিটি ইউনিয়নকে নিম্নবর্ণিতভাবে ৯(নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডে এবং ৯(নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডকে তিনভাগে ভাগ করে ৩(তিন) টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিভক্ত করা হলো ঃ

ইউনিয়ন ঃ হোসেনপুর, উপজেলা ঃ রাজৈর, জেলা, মাদারীপুর, হোসেনপুর ইউনিয়ন পরিষদ ৯ টি ওয়ার্ড পুনর্গঠন ছক।

ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩ সংরক্ষিত মহিলা আসন-১
ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬ সংরক্ষিত মহিলা আসন-২
ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯ সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	গ্রামের নাম	মৌজার নাম	দাগ নং	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	০১	সত্যবর্তী	১৫ নং সত্যবর্তী	০১ হইতে ২৬১৫	বি, আর, এস
২।	০২	সত্যবর্তী	১৫ নং সত্যবর্তী	২৬১৬ হইতে ২৭৯০	বি, আর, এস
৩।	০৩	উত্তর হোসেনপুর	২৭ নং হোসেনপুর	০১ হইতে ৯২২	এস, এ
৪।	০৪	হোসেনপুর	২৭ নং হোসেনপুর	৯২৩ হইতে ২০৩০	এস, এ
৫।	০৫	উত্তর বিদ্যানন্দী	২৯ নং উত্তর বিদ্যানন্দী	০১ হইতে ৫৩৩	বি, আর, এস
৬।	০৬	দক্ষিণ বিদ্যানন্দী	৩০ নং দক্ষিণ বিদ্যানন্দী	০১ হইতে ৯১১	বি, আর, এস
৭।	০৭	নাগরদী	২৮ নং নাগরদী	০১ হইতে ১৭৮৩	বি, আর, এস
৮।	০৮	তাতীকান্দা	২৮ নং নাগরদী	১৭৮৪ হইতে ৩৭১০	বি, আর, এস
৯।	০৯	তাতীকান্দা	২৮ নং নাগরদী	৩৭১১ হইতে ৪২৭৯ ৪২৮১ হইতে ৪৩০৪ ৪৩০৯ হইতে ৪৩২৩ ৪৩২৭ হইতে ৪৩৩৮ ৪৩৪০ হইতে ৪৩৪৯ ৪৩৫১ হইতে ৪৫৫৭	বি, আর, এস

নং ০৫.৪১.৫৪০০.১১১.০৩.০৬৪.১৫-৫১—মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.৪১.৫৪৮০.০০০.০৩.০১৯.১৫.৫৩৯ নং স্মারকের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন বদরপাশা ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে "বদরপাশা" ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা পুনর্গঠন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইপ-১ অধিশাখা হতে ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০১৭.০২২.০০.০০.০১১. ২০১৩.৬৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত নীতিমালার (৭) অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণশুনানী গ্রহণান্তে কোনো আপত্তি না পাওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বদরপাশা ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিভক্ত করে ৯টি ওয়ার্ড গঠন করা হলো।

২। উক্ত নতুন ৯(নয়)টি ওয়ার্ডকে নিম্নবর্ণিতভাবে ০৯(নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডে এবং ৯ (নয়)টি সাধারণ ওয়ার্ডকে তিনভাগে ভাগ করে ৩(তিন) টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিভক্ত করা হলো ঃ

ইউনিয়ন ঃ বদরপাশা, উপজেলা ঃ রাজৈর, জেলা, মাদারীপুর, বদরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ ৯ টি ওয়ার্ড পুনর্গঠন ছক।

ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩ সংরক্ষিত মহিলা আসন-১
ওয়ার্ড নং ৪, ৫, ৬ সংরক্ষিত মহিলা আসন-২
ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯ সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নং	গ্রামের নাম	মৌজার নাম	দাগ নং	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	০১	শংকরদী	৪৭ নং শংকরদী	সম্পূর্ণ মৌজা	
২।	০২	উত্তর বদরপাশা	৪৬নং বদরপাশা	০১-২০৯৭ পর্যন্ত	
৩।	০৩	চর বদরপাশা, পূর্ব বদরপাশা ও মধ্য বদরপাশা	৪৬ নং বদরপাশা	২০৯৮-৫০৩৭ পর্যন্ত	
৪।	০৪	উমার খালী পাঠানকান্দি, পূর্ব কৃষ্ণপুর, পশ্চিম কৃষ্ণপুর গলাকাটা, হুজুরী	৪৩ নং গন্ধবরদী	সম্পূর্ণ মৌজা	
৫।	০৫	চরমস্তফাপুর, নয়ানগর ও মাঝকান্দি	৪৫ নং চরমস্তফাপুর	সম্পূর্ণ মৌজা	
৬।	০৬	গোপালগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ আদর্শগ্রাম	৪৪ নং গোপালগঞ্জ	সম্পূর্ণ মৌজা	
৭।	০৭	রাজন্দী, পূর্বদারাদিয়া ও নয়াকান্দি দারাদিয়া	৪১ নং রাজন্দী	সম্পূর্ণ মৌজা	
৮।	০৮	চরকান্দি দারাদিয়া	৩৯ নং দারাদিয়া	সম্পূর্ণ মৌজা	
৯।	০৯	দুর্গাবরদী	৪০ নং দুর্গাবরদী	সম্পূর্ণ মৌজা	

মোঃ কামাল উদ্দিন বিশ্বাস
জেলা প্রশাসক।

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ মার্চ ২০১৬

নং ১৭.০৯.৪৮০০.০০০.৪১.০১.১৬-২২৯—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকার পত্র নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৩৮.১৬-১২৫, তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৬ এর নির্দেশ মোতাবেক এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে আমি মোহাম্মদ মুঞ্জুরুল আলম, জেলা নির্বাচন অফিসার, কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর এবং ভৈরব উপজেলার নির্বাচনযোগ্য ইউনিয়নসমূহের নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ছকের ৪নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তাকে ৩নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহের জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং ৫নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তাকে ৩নং কলামে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহের জন্য সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিলাম :

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	রিটার্নিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১)	কুলিয়ারচর	১। উসমানপুর ২। রামদী	মোঃ আলতাফ হোসেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ	মোঃ তাহের উদ্দিন, উচ্চমান সহকারী অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

১	২	৩	৪	৫
(২)	কুলিয়ারচর	১। গোবরিয়া আব্দুল্লাহপুর ২। সালুয়া	জামাল নাসের খান উপজেলা উন্নয়ন অফিসার কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ	মোঃ তাহের উদ্দিন, উচ্চমান সহকারী অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(৩)		১। ছয়সূতি ২। ফরিদপুর	মোহাম্মদ ফারুক মিয়া উপজেলা নির্বাচন অফিসার (অঃদাঃ) কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ	
(৪)	ভৈরব	১। কালিকা প্রসাদ ২। শিবপুর	মোহাম্মদ মাহ্‌বুব আলম উপজেলা নির্বাচন অফিসার ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	
(৫)		১। শিমুলকান্দি ২। গজারিয়া	অহিদুজ্জামান ভুঞা উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	
(৬)		১। শ্রীনগর ২। সাদেকপুর	মোঃ জালাল উদ্দিন উপজেলা কৃষি অফিসার ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	
(৭)		১। আগানগর	মোঃ শফিকুল ইসলাম উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোহাম্মদ মুঞ্জুরুল আলম
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৭ মার্চ ২০১৬

নং ০০.০০.৫১০০.০১১.রিঃ কেঃ০২/১৫-১৬.১৬-৬২—১৯৪৮ সনের (জরুরি) সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের অধীনে এল এ মামলা নং ৩৬/৬৬-৬৭ মূলে নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত ভূমি পানি উন্নয়ন বোর্ড, পওর বিভাগ, চাঁদপুর এর আওতায় হুকুম দখল করা হয়।

মেয়র, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর এর ০২-০৬-২০১৫ তারিখের লঃপৌঃ/প্রশাঃবিঃ/২০১৫/৮৪৩ নং স্মারকে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন ৬৪ নং লক্ষ্মীপুর মৌজার ১৩৫৬ খতিয়ানভুক্ত ৫৯৫৪ দাগে ১.৩৪ একর, ৫৯৫৫ দাগে ১.৪৬ একর, ৫৯৫৬ দাগে ০.১৩ একর, ৫৯৫৭ দাগে ০.৪০ একর এবং ৫৯৫৮ দাগে ০.১৮ একর, মোট ৩.৫১ একর ভূমিতে দীর্ঘদিন যাবত পৌরসভার গবাদি পশুর বাজার স্থাপন করে গরু, ছাগল, মহিষ ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে বিধায় উক্ত স্থানটি পৌরসভার গোহাটা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানালে উক্ত প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মহোদয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত ভূমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূমি হওয়ায় বর্ণিত ভূমি রিজিউমক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত করে গোহাটা হিসেবে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মহোদয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১৩-০৯-২০১৫ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫১.৩৮.০৪১.১৫.২২৪ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৭(খ) অনুচ্ছেদের আলোকে প্রত্যাশী সংস্থা পানি উন্নয়ন বোর্ড, পওর বিভাগ, চাঁদপুর এর ব্যাখ্যা তলব করা হলে ২৮-১২-২০১৫ তারিখের পাউবো/নিপ্র/পওর/চাঁদ/২০১৫/সি-৪১/৬২২ নং স্মারকে উক্ত ভূমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে মর্মে জানান। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ এর ৭৭ (খ) অনুচ্ছেদের আলোকে প্রত্যাশী সংস্থা পানি উন্নয়ন বোর্ড এর শুনানীও নেয়া হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি এবং বর্ণিত ভূমি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকায় লক্ষ্মীপুর পৌরসভা কর্তৃক বর্ণিত ভূমিতে গবাদি পশুর বাজার স্থাপন করে গরু, ছাগল, মহিষ ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত ৩.৫১ একর ভূমি রিজিউমক্রমে (পুনঃগ্রহণ) সরকারের ১ নং খাসে আনয়নের আদেশ দেয়া হলো।

তফসিল ভূমি

জেলা-লক্ষ্মীপুর, উপজেলা- লক্ষ্মীপুর সদর, মৌজা-৬৪ নং লক্ষ্মীপুর

এল এ নথি নম্বর	খতিয়ান নং	দাগ নং	রিজিউমকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
এল এ নথি নং-৩৬/৬৬-৬৭	১৩৫৬	৫৯৫৪ ৫৯৫৫ ৫৯৫৬ ৫৯৫৭ ৫৯৫৮	১.৩৪ ১.৪৬ ০.১৩ ০.৪০ ০.১৮

মেট=৩.৫১ একর

তারিখ, ৮ মার্চ ২০১৬

নং ০০.০০.৫১০০.০১১.রিঃকেঃ০৩/১৫-১৬.১৬-৬৫—১৯৪৮ সনের (জরুরি) সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের অধিনে এল এ মামলা নং ০২/৫৬-৫৭ এবং ২৬/৫৬-৫৭ মূলে ০.৯৯ একর ভূমি তৎকালীন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে লক্ষ্মীপুর খাদ্য বিভাগের জন্য হুকুম দখল করা হয়।

যেহেতু, সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৬-২০০৫ তারিখের খাদূব্যম/সর-২/১ আর-২২/০৩/১১০ নং স্মারকে বর্ণিত ভূমি খাদ্য বিভাগের প্রয়োজন নেই মর্মে ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৫-১০-২০০৬ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১১/প্রত্যর্পণ/লক্ষ্মীপুর-৫/২০০৫-১৭৮ নং স্মারকে আলোচ্য অব্যবহৃত হুকুম দখলকৃত ভূমি পুনঃগ্রহণক্রমে (রিজিউম) খাস খতিয়ানভুক্ত করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্ণিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এল এ নথি নং-০২/৫৬-৫৭ এবং ২৬/৫৬-৫৭ মূলে হুকুম দখলকৃত ০.৯৯ একর ভূমি রিজিউমক্রমে সরকারের ১নং খাস খতিয়ানে আনয়নের জন্য গেজেট প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সেহেতু সচিব, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৬-২০০৫ তারিখের খাদূব্যম/সর-২/১আর-২/০৩/১১০নং স্মারকে প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৫-১০-২০০৬ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১১/প্রত্যর্পণ/লক্ষ্মীপুর-৫/২০০৫-১৭৮ নং স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত ০.৯৯ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ এর ৭৮ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করা হলো।

তফসিল ভূমি

জেলা-লক্ষ্মীপুর, উপজেলা-লক্ষ্মীপুর সদর, মৌজা-৬৩ নং বাঞ্চানগর

এল এ নথি নম্বর	দাগ নং	রিজিউমকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
এল এ নথি নং-০২/৫৬-৫৭ এবং ২৬/৫৬-৫৭	৫০৯৩, ৫০৯৭, ৫০৯১, ৫১৪২, ৫১৪৩, ৫১৬৫	০.৯৯

মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
জেলা প্রশাসক।